দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 12 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

৪৬

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ অরণখোলার প্রতি অবহেলা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক'দিন আগে আবার বলেছেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। ২০০৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা নিরক্ষরমুক্ত করব। তার সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরাও বলেছেন, সর্বজনীন সাক্ষরতা উন্নয়নের সোপান।

দেশে বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্কদের নিরক্ষরতা মুক্ত করার আয়োজন করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শুধু নিরক্ষরতা দূর করাই নয়, দেশকে শিক্ষিত করে তোলারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসবের জন্য আলাদা শিক্ষা অধিদপ্তর আছে। বিগত সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী এই অধিদপ্তরের গুরুভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারের আমলে আলাদা করে মন্ত্রীও আছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মাঝে মাঝে এমন সব খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হতে পারে, এ ব্যাপারে আয়োজনের ঘাটতি দেখার কেউ নেই। এমনি একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল আদিবাসী অধ্যুষিত মধুপুরের অরণখোলা পাহাড়ি এলাকা থেকে।

টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের হিসেবে অরণখোলায় গড়ে প্রতি ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছেন ১ জন শিক্ষক। অথচ নিয়ম হলো প্রতি ৫০ জনের জন্য ১ জন শিক্ষক। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, এই এলাকার পিরোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭শ' ১২ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৩ জন, কুড়াগাছা বিদ্যালয়ে ৫শ' ৭০ জনের জন্য ২ জন শিক্ষক। এই ধরনের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা পাওয়া গেল। কোনটিতেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। অরণখোলা ইউনিয়নের সাড়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রয়োজন ১শ' জন শিক্ষক। পদ আছে মাত্র ৪০টি। তার মধ্যে ৮টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। শিক্ষক ছাড়া কি করে শিক্ষা দেয়া যায়, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

অরণখোলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন, থানা শিক্ষা দপ্তরসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বহুবার শিক্ষক ঘাটতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে বহু 'আবেদন-নিবেদন' করার পরও ফল নাকি পাওয়া যায়নি। অভিযোগটা অধিদপ্তরের অবহেলার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলে থাকেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রাধিকার পাচ্ছে, অর্থবরাদ্দের ব্যাপারেও। বিগত সরকারের আমল থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের তোড়জোড় চলছে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর থেকে। কিন্তু সারাদেশেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কমবেশি শিক্ষক সংকট। অতীতের মতো এবার নতুন শিক্ষাবর্ষেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে শিক্ষক ঘাটতি পূরণ করার। তাতে কি অরণখোলার শিশু-কিশোরের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে?

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে আদিবাসী অধ্যুষিত অরণখোলা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। এই ইউনিয়নের শিক্ষার্থীসংখ্যা সম্পর্কে যদি কোন সংশয় না থাকে তবে এতদিন কেন শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি এবং নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি, তার জন্য কাউকে না কাউকে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে দুতিনজন শিক্ষক দিয়ে সরকারি বিদ্যালয় চালালে শিক্ষার্থীরা খুব তাড়াতাড়ি ঝরে পড়বে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিরক্ষরের দলে নাম লেখাবে। সাক্ষরতার জন্য সবচেয়ে বড় 'ফ্যাক্টরি' হলো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোই একমাত্র ভরসা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কি নিয়ে কোথায় ব্যস্ত থাকেন যে, অরণখোলার মতো শিক্ষক সংকটে পড়া এলাকার প্রতি তাদের নজর পড়ে না! এলাকার বিদ্যালয়গুলোর আবেদন-নিবেদনের প্রতি কর্মকর্তারা কর্ণপাত করেন না। এভাবে চললে আগামী ৭ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা কি সম্ভব?